# নাবালিকা অশ্বের ডিম্ব-প্রসব-বেদনা

কর্ণফূলী প্রতিবেদন

সিডনীর অলিম্পিক ময়দানে বেশ অনেক বছর ধরে বঙ্গবন্ধু পরিষদ নামক একটি সংগঠন বৈশাখের প্রথম দিন অথবা তার কাছাকাছি দিনে একটি মেলা উদযাপন করে থাকে। দু'বাংলায় দু'দিন পহেলা বৈশাখ অর্থাৎ পদ্মাপাড়ের ১লা বৈশাখের দিন গঙ্গাপাড়ের ৩১শে চৈত্র হলেও সিডনীর প্রায় সকল বাংলাভাষী এ মেলাটিকে বাৎসরিক তীর্থস্থান মনে করে একই সাথে উদযাপন করে থাকে। গোড়ার দিকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে সিডনীর একটি বালিকা বিদ্যালয়ের উঠোনে এ মেলাটি উদযাপিত হতো। কবে, কখোন এবং কার উদ্যেগে সিডনীতে এই মেলাটির জন্ম হয়েছিল তা নিয়ে বেশ বিতর্ক আছে। যেমনটি 'স্বাধীনতার ঘোষক' কে? ঠিক তেমনি বিতর্ক। বিশ্বাসঘাতক জাতীর প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয় তাদের প্রতিটি কাজে, হোক তা দেশে বা বিদেশে। একজন দেশপ্রেমী সৈনিক সম্মুখ সমরে জীবন বাজি রেখে দেশমাতাকে স্বাধীন করেও এ জাতীর কাছে যখন নাম পায়না, তখন কোথাকার কোন 'হরিদাস' সিডনীর এই মেলার উদ্ভাবক ছিল তা নিয়ে বিতর্ক করার সময় কার আছে এই প্রবাসে? অনেক দল-উপদলে বিভক্ত ও সংগঠনের নাম বদল হওয়ার পরও সিডনীর উক্ত 'বৈশাখী মেলা'টি তার পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পেয়েছে, কাদামাটি নয়, একদম ঠনঠনে শক্ত মাটি। যা এখন 'অলিম্পিক মেলা' নামে খ্যাত। তবে এর সাথে অনেকের ত্যাগ ও মেধা জড়িত আছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতায় আপামর জনগনকে উদ্বুদ্দ করতে শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানকে যেমন অস্বীকার করা যায়না ঠিক তেমনি দেশের ক্রান্তি লগ্নে বীর সৈনিক শহীদ জিয়াউর রহমানের 'স্বাধীনতা ঘোষনা'কেও তেমন উপেক্ষা করা যায়না। জগতে একক চেষ্টায় কোন কিছুই সৃষ্ঠি হয়না, একাধিক লাগে। গভীর-জ্ঞানীরা একটু চিন্তা করলে বুঝবেন কিভাবে নশ্বরের সাথে অবিনশ্বর অবস্থান করে একটি মানব সত্বার বিকাশ ঘটে। অগভীর-জ্ঞানীরাও একটু ভাবলে বুঝবেন একজন মানব তার একক চেষ্টায় কখনো গর্ভধারন করতে পারেনা, সেজন্যেও দুজন লাগে।

বঙ্গবন্ধু পরিষদের (হালে নাম বঙ্গবন্ধু কাউন্সিল) এই বৈশাখী মেলাকে নস্যাৎ করার জন্যে নিজেদের কমিটির ভেতরেই বহু ষড়যন্ত্র, অপপ্রচার এবং মামলা অতিতে হয়েছিল। দলের ভেতর থেকে আরেকটি দলের জন্ম হয়ে একই নাম, একই মৌসুমে এবং একই আদর্শে বিশ্বাসী লোকগুলো সিডনীতে পর-পর তিনটি ভিন্ন মেলা করতো। এজন্যে অনেকে সংসার-হারাও হয়েছেন। অবহেলায় কারো সন্তান দেখা গেছে কল্কীতে ধোঁয়া টানায় একনিষ্ঠভাবে মনোনিবেশ করেছে, কারো প্রানাধিক মেয়েটি একের পর এক বালকবন্ধু বদলে ব্যস্ত হয়েছে, কারো দীর্ঘদিনের বিবাহিত স্ত্রী তালাক দিয়ে 'আজাব' মুক্ত হয়েছে। এ সুযোগে অনেক সংসারে গোপনে প্রচুর 'বর্গা-চাষী'র আবির্ভাব হয়েছে। ভাই যখন দেনার দায় শোধে রাস্তায় কাজে ব্যস্ত তখন 'বর্গা-চাষী' গোপনে নিঃসঙ্গ ভাবীর খেদমতে ন্যাস্ত। এ শ্রেনীর লোকগুলোর অবস্থা হয়েছে অনেকটা, 'নিজের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো'র মতই। শুধু মঞ্চে উঠার এক পলক সুযোগ এবং সমাজে একটু পরিচিতি পেতে এরা ঘর-সংসার, সন্তান সবকিছু ত্যাগ দিয়ে 'মাওয়াল' (বখাটে) হয়ে যায়। পরবর্তি প্রজন্মের ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে এদের অনেককে পড়ন্ত বয়সে স্মৃতির তছবিহ্ হাতে এখন সিডনীতে আঙ্গুল চুষতে দেখা যায়।

বিভক্ত বঙ্গবন্ধু পরিষদ আয়োজিত তিনটি বৈশাখী মেলার একটি কয়েক বছর আগে আতুড় ঘরেই মারা যায়। শুধুমাত্র একবার মেলা উদযাপন করে খরচের যন্ত্রনায় ওরা দ্বিতিয়বার আর ঐ বেলগাছের নীচে যেতে চায়নি। একজন মার্কামারা বুড়ো মাওয়ালের কারনেই নাকি তখন সিডনীর রেন্ডউইক রেসকোর্স ময়দানে ঐ বৈশাখী মেলাটির জন্ম হয়েছিল। উক্ত বুড়ো মাওয়াল সিডনীর বাংলাদেশী প্রবাসীদের মাঝে গত তিন দশক ধরে বিভক্তি ও দ্বন্দের জন্যে এককভাবে দায়ী বলে অনেকে মনে করেন। আরেকটি বঙ্গবন্ধু পরিষদ সমান্তরালভাবে এখন অব্দি স্বার্থকতার সাথে তাদের বৈশাখী মেলাটি চালিয়ে যাচ্ছে। সিডনীর ব্যস্ততম বিমানবন্দর লাগোয়া বলে মেলাগত দর্শনার্থীরা মেলা দেখার পাশাপাশি সারাদিন হাওয়াই জাহাজগুলোর ওঠা-নামাও দেখতে পায়, মনে দারুন শিহরন লাগে। অনেকে ঐ মেলাটিকে তাই 'এয়ারপোর্ট মেলা' বলে থাকে। উক্ত মেলা'টিও সিডনীতে ইতোমধ্যে গ্রহনযোগ্যতা অর্জন করেছে।

সিডনীর কেন্দ্রমুল থেকে ৪৫ কি.মি. দুরে কয়েকটি বাংলাদেশী পরিবারের প্রচেষ্টায় 'বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি' নাম দিয়ে একটি সংগঠন তৈরী হয় বেশ কয়েক বছর আগে। তারাও সেই গতানুগতিক 'মেলা'র খেলা দিয়ে সমাজে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ছোট্ট পরিসরে আঞ্চলিকভাবে তারা মেলাটি উদযাপন করতো, সিডনী দুর-দুরান্ত থেকে অনেকে সেই মেলাটিতে আনন্দ করতে যেতো। পুনরায় সেখানেও ভাঙ্গন। এক মেলা থেকে দু-মেলা হলো। দলছুট একাংশ এখন 'লোক মেলা' নাম দিয়ে ঐ অঞ্চলে তাদের মেলা উদযাপন করছে গত বছর দুয়েক ধরে।

নাবালিকা অশ্বের মত ডিম্ব প্রসবে ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ঘাড়ে হঠাৎ কি যেন ভুত চাপলো, তারাও অলিম্পিক ভেন্যুতে মেলা করবে। শুরু হলো স্পন্সরের নামে অর্থ সংগ্রহ। মেলা করতে যতটুকুনা সময় ও মেধার অনুশীলন দরকার তারচে বেশী সময় তারা ব্যয় করেছিল মেলার অর্থ সংগ্রহে। শুধুমাত্র 'মুনাফা' উদ্দেশ্য করে সামাজিক কাজে আগানো যায়না, ওরা বোঝেনি। কিসের আকর্ষনে এবং কেন আম-জনতা মেলা ময়দানে আসবে, সাধারন এই তত্বটি ওরা গবেষনা করে দেখেনি। শেষে যা হবার তাই হলো। পুনরায় তারা প্রমান করলো, ছাগল দিয়ে হাল-চাষ হয়না। অনেকে বলেন উক্ত মেলা আয়োজকদের মেধা ও শিক্ষাগত যোগ্যতা অনেকাংশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্ঠি করেছিল। অলিম্পিক শোগ্রাউন্ড কর্তৃপক্ষ ইংরেজীতে যে চুক্তিনামা ওদের সই করিয়েছিল তার শর্তগুলোর অর্থই ওরা কেউ স্পষ্ঠভাবে বোঝেনি, যারফলে মরার উপর খাঁড়ার ঘায়ের মত চুড়ান্ত সময়ে তথাকথিত 'হিডেন কষ্ট' এর যাতনায় তারা পড়েছিল। 'বাংলাদেশ মেলা' নাম দিয়ে শুধুমাত্র এক বাংলাকে নিয়ে মেলা করে 'মাঠে মারা যাবেন' বলে তাদেরকে বার বার সতর্ক করে দেয়ার পরও তারা শোনেনি। শুধুমাত্র বোকারাই একমাত্র নিজেদেরকে বেশী চালাক মনে করে। আয়োজকদের ইংরেজী-দৈনতা ও সাদাদের সামনে স্বভাবজাত 'হাত-কচলানো'তেও শোগ্রাউন্ড কর্তৃপক্ষের মন সেদিন গলেনি। তাদের প্রচারপত্র অনুযায়ী সকাল ১০টার স্থলে দুপুর ২টাতেও মেলা ময়দানে কাউকে ঢুকতে দেয়া হয়নি। যারফলে প্রচুর মেলা দর্শনার্থী খিস্তি-খেউড়ে ঘরে ফিরে অন্যান্যদেরকেও মেলাতে যেতে ফোনে মানা করে দিয়েছিল। বাংলাদেশ থেকে স্বল্পখ্যাত শিল্পী হায়দার ও র‍্যাফল ড্রতে একটি চকচকে গাড়ী ছাড়া হবে বলে প্রচার করে সবাইকে তারা আকৃষ্ট করতে চাইলেও, বাঙ্গালী এবার বিনে পয়সায় ঐ 'হলুদ ময়লা'টি খেতে চায়নি। মেলা উদ্বোধন করতে সুদুর ক্যানবেরা থেকে বাংলাদেশের 'কর্মহীন' হাই-কমিশনারকে আনা হয়। তিনিও মেলার লোকসংখ্যা দেখে মুর্ছা যান। পরে তাকে ধরাধরি করে গাড়ীতে তুলে ম্যাকুয়ারী-লিঙ্কে তার এক বন্ধুর বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। অনেকে মেলা আয়োজকদের সামাজিক গ্রহনযোগ্যতা ও তাদের 'উদ্দেশ্য' সম্পর্কেও সন্দিহান ছিল। আতশবাজী দিয়ে মেলার সমাপ্তি হবে বলে ঘোষনা দিলেও সাদাদের সামনে সেই 'ইংরেজী দৈন্যতা' ও সময় নিয়মানুবর্তিতার অভাবের কারনে তা আর শেষাব্দি হয়নি। আতশ-বাজীকর ইংরেজিতে যে শর্তগুলো আয়োজকদের বলেছিল ওরা তার বিন্দু-বিষর্গও বোঝেনি। ওরা মনে করে একটু আনা - গনা আর গচ্চা শব্দ কটি মিশিয়ে কষ্ঠভারী করে কথা বললেই বুঝি ভালো ইংরেজি বলা হয়। উল্লেখ্য সিডনীর প্রত্যেকটি বাংলা-মিডিয়াতে ব্যাপক প্রচারণা চললেও উক্ত মেলার আয়োজন ও সফলতা বিষয়ে গোড়া থেকেই সন্দেহ ছিল বলে কর্ণফুলীতে এ বিষয়ে কোন মন্তব্য বা বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়নি।

বিশ্বস্থ সুত্রে জানা গেছে যে উক্ত 'বাংলাদেশ মেলা'য় দুপুর আড়াইটা থেকে রাত ন'টা অব্দি সর্বসাকুল্যে সাড়ে তিনহাজার লোক আসা-যাওয়া করেছিল। বৃহত্তর ময়দানে এ সংখ্যাটিকে তিমির উদরে পুঁটি মনে হয়েছিল। আয়োজকরা বিভিন্ন ব্যবসায়ীকে মেলাতে ২০ থেকে ২৫ হাজার লোকের সমাগম হবে বলে মিথ্যা পুর্বাভাস দিয়ে আকৃষ্ঠ করেছিল। একজন পাকিস্তানী কাবাব ব্যবসায়ী সে মোতাবেক ১৬০০ মুরগী এনে মাত্র ৮৩টা মুরগী-ভাজা বিক্রি করে দিন শেষে লোকসানের যন্ত্রনায় মাথায় হাত দিয়ে বসে। অতপর আয়োজকদের মিথ্যাচারের জন্যে তার মুরগীগুলো কেনা দামে কিনে তাকে উদ্ধার করতে চাপ দিতে থাকে। আরেকজন বাঙ্গালী দোকানের ভাড়া সমেত সাড়ে তিন হাজার ডলার খরচা করে মেলাতে ঝালমুড়ীর ষ্টল দিয়েছিল, কিন্তু মেলা শেষে গুনে দেখেন তার বিক্রি হয়েছিল মাত্র দুইশত চল্লিশ ডলার। আর বনফুল রেষ্টুরেন্টের ষ্টলটিকে অবার্ন কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ 'পরিচ্ছন্নতা'র নামে যাচ্ছেতাই নাজেহাল করেছিল সেদিন। আয়োজকদের বাগড়ম্বরে বিশ্বাস করে মেলার ষ্টল মালিক প্রত্যেকে সেদিন মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল এবং মেলা শেষে স্টলের মাল-সামানা গোছাতে গোছাতে মেলা আয়োজকদের জীবিত ও মৃত জননীদের নাম ধরে খিস্তি খেউড়ে তারা গায়ের ঝাল মিটিয়েছিল। আয়োজকরা মার খাওয়ার ভয়ে ছিল সর্বদা নিশ্চুপ।

মেলাতে শুধু ষ্টলের মালিকরা নয়, মেলা আয়োজকের প্রত্যেকটি ব্যক্তি অর্থনৈতিকভাবে 'ধরা' খেয়েছেন। অর্থনৈতিক এ ঘা শুকতে বেশ অনেকদিন লাগবে। তবে অনেকে সহানুভুতির সাথে বলেন মেলা আয়োজকদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অপপ্রচার ও ষড়যন্ত্রের ফলে মুলত মেলাটি 'মাঠে মারা' গেছে। মেলা আয়োজকরা ভুলেই গিয়েছিল এরা কাদের নিয়ে খেলতে যাচ্ছে, এটা কোন জাতি? ওরা মীর জাফর, জগৎ শেঠ ও গোলাম আজমদের কথা বেমালুম ভুলে গিয়েছিল।

কর্ণফূলীর বিদগ্ধ পাঠকরা নিশ্চিতভাবে বলছেন আগামীতে এই 'ওয়েল ফেয়ার সোসাইটি' আর কোনদিন অলিম্পিক ময়দানে মেলা করার ধৃষ্ঠতা দেখাবেনা, যদিও কিছুদিন আগেও তারা বলেছিল আগামী ১৫ বছরের জন্য উক্ত স্থানটি তাদের সংগঠনের নামেই বরাদ্দ থাকবে। নেড়া বেল তলায় একবার যায়, বার বার নয়। সম্প্রতি ১২ মার্চ শনিবারে উদযাপিত এই ব্যর্থ মেলা থেকেই ভবিষ্যৎ মেলা আয়োজকরা আশা করি শিক্ষা নেবেন।